হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ
এর প্রধান সমন্বয়কারী ও
মুখপাত্র মহিউদ্দীন আহমেদ
এর কার্যালয়

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেরূপ পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন অংশী করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসেক।
[সূরা- আন নূরঃ ৫৫]

HIZB-UT-TAHRIR

নং ০১/০১৮২০০৮

২৮ রজব, ১৪২৯ হিজরী
০১ আগষ্ট, ২০০৮ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২৮শে রজব -খিলাফত পতন দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ-এর নেতৃবৃন্দ

খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই এখন মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ

হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ আজ ১ আগস্ট, ২০০৮ শুক্রবার, বিকাল ৩.০০টায় জাতীয় প্রেস ক্লাব অডিটরিয়াম -এ **"খিলাফত : মুসলিম উম্মাহ্‌র এগিয়ে যাবার একমাত্র উপায়"** শীর্ষক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। যুগ্মসমন্বয়কারী কাজী মোরশেদুল হক এর সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন প্রধান সমন্বয়কারী মহিউদ্দীন আহমেদ, গণসংযোগ সচিব মাওলানা মামুনুর রশীদ ও সিনিয়র সদস্য আহমেদ জামাল ইকবাল। এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন মুস্তাফা মিনহাজ (মিডিয়া ও প্রচার সচিব), মাওলানা রাকীব (সিনিয়র সদস্য) ও মামুনূর রশীদ আনসারী (সিনিয়র সদস্য)

মহিউদ্দীন আহমেদ "মুসলিম উম্মাহ্‌র বর্তমান সংকট : খিলাফতই উত্তরণের একমাত্র পথ" বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ মুসলিম উম্মাহ্‌কে টুকরো টুকরো করে প্রতিটি রাষ্ট্রে চাপিয়ে দিয়েছে তাদের অনুগত মোশার্‌রফ, করিমভ, বাশার, মোবারক, কারজাইদের মত তাঁবেদার শাসক। সাম্রাজ্যবাদী কাফির শক্তিগুলো এখন তাদের পোষ্য দালাল শাসকদেরকেও হত্যা করছে ও ক্ষমতাচ্যুত করে বেড়াচ্ছে। সাদ্দাম হোসেনের মৃত্যু, পারভেজ মোশাররফ শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়ার পতন দেখার পরও বর্তমান মুসলিম শাসকদের অন্ধ তাঁবেদারী বন্ধ হচ্ছে না। যেখানে মার্কিন পরাশক্তি ইরাক ও আফগানিস্তানের সাধারণ মুসলিম জনতার প্রতিরোধে কাবু হয়ে যাচ্ছে, সেখানে তাদের উপর ভরসা করে মুসলিম জাহানের দালাল শাসকদের খিলাফতের পুনরুত্থান দমাতে চাওয়া অবাস্তব। মহান সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর প্রতিশ্রুতি খিলাফতের পুনরাবির্ভাব হবেই।

খিলাফত সরকার দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে বিদেশীদের সকল প্রকারের হস্তক্ষেপ চিরতরে বন্ধ করবে। খিলাফত সরকার কৃষি, জ্বালানী ও শিল্পক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে এমন নীতি গ্রহণ করবে যাতে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলবে। খিলাফতের ধ্বংসের পটভূমিতে মুসলমানদের উপর আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ফরয দায়িত্ব হচ্ছে অবিলম্বে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা নাযিল করেছেন তা দ্বারা মানুষকে শাসন করার ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা। আল্লাহ্‌'র রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন,

"নিশ্চয়ই ইমাম (খলীফা) হচ্ছেন সেই ঢাল যার পেছনে মুসলমানগণ যুদ্ধ করে এবং নিজেদেরকে রক্ষা করে।" [মুসলিম]

আহমেদ জামাল ইকবাল 'খিলাফতের সময়কালে মুসলিম উম্মাহ্‌র গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস' বিষয়ে আলোচনায় বলেন, "যে ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলাম আরবের অন্ধকার সমাজকে পরিবর্তন করে একটি ন্যায়-নিষ্ঠ সমাজের জন্ম দিয়েছিলো তা ছিলো খিলাফত ব্যবস্থা। এই খিলাফত কেবল আরবকেই আলোকিত করেনি বরং নতুন এই বিশ্ব ব্যবস্থা অতি অল্প সময়ে তৎকালীন রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের উপর বিজয় অর্জন করে এবং এই ব্যবস্থার সুফল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পৌছে দেয়। মুসলমানরা এটাকে দেখেছিলো তাদের উপর আল্লাহ'র অবশ্য পালনীয় আদেশ হিসেবে এবং কাফেররা এটাকে দেখেছিলো ন্যায় ও মুক্তির শাসন হিসেবে। ইনসাফপূর্ণ অর্থনীতি, শিক্ষা, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে নাগরিক অধিকার, শাসকের জবাবদিহিতা, শক্তিশালী পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা পুরো পৃথিবীবাসীর জন্য ছিলো আল্লাহ্‌র অনন্য উপহার। কিন্তু ইসলামবিদ্বেষী কাফেরদের ধারাবাহিক ষড়যন্ত্রের ফলে ১৯২৪ সালে বেঈমান মুস্তফা কামালের হাতে এই মহান ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘটে। এরপর থেকেই পৃথিবীব্যাপী মুসলমানদের উপর নেমে আসে কাফেরদের হিংস্র আগ্রাসন যা আজ পর্যন্ত ক্রমহারে বাড়ছেই। কেবলমাত্র খিলাফত ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই মুসলিমরা এই অসহায় অবস্থা হতে মুক্তি লাভ করতে পারে।"

প্রেরণকারী

Mohiuddin Ahmed
Chief Coordinator & Spokesperson
Hizb ut-Tahrir Bangladesh

এইচ, এম, সিদ্দিক ম্যানশন (৫ম তলা)
৫৫/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
ফ্যাক্স : +৮৮০ ২৯৫৫৮৮৫৪
মোবাইল : +৮৮০ ১৭১৩০০৮৮২২
Info@khilafat.org
www.khilafat.org
www.khilafah.com